সংবাদ
25 APR 2006

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ শিক্ষাঙ্গনগুলোতে মারামারি বন্ধ করা দরকার

দের শিক্ষাঙ্গনে কি আবার নতুন করে হানাহানি ও সন্ত্রাস ছড়ানোর চেষ্টা করা হচ্ছে? এ প্রশ্নটি আমাদে
উদয় হয়েছে দেশের উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে মাসখানেক ধরে ছাত্রদের মধ্যে সংঘাত-সংঘর্ষ হওয়
। প্রত্যক্ষ করে। এটা যে খুবই দুঃখজনক প্রত্যাবর্তন সেটা বলার অপেক্ষা রাখে না। যেভাবে দেশে
চ্চ বিদ্যাপীঠ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্তমান সরকারের আমলেও সন্ত্রাসের বিস্তার ঘটছে তাতে আম
ষ্কিত হয়ে উঠছি। গত কিছুদিন ধরে ছাত্রলীগ ও ছাত্রদলের নেতাকর্মীরা বিভিন্ন সময়ে সংঘাতে লি
ঃ। কখনও নিজেদের ভেতরের দু'গ্রুপের মধ্যে এ সংঘর্ষ হচ্ছে, আবার কখনও-বা দুই ছাত্র সংগঠনে
পরের মধ্যে। সর্বশেষ গত মঙ্গলবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগের দু'গ্রুপে আবারও সংঘর্ষ হয়েছে
ংঘর্ষে আহত হয়েছেন ৩ জন। সংঘর্ষে গুলি ও ককটেল ব্যবহৃত হয় এবং রড, লাঠিসোঁটা নিয়ে ১০/
বহিরাগতও অংশগ্রহণ করে। এর আগে রোববার ছাত্রলীগের দু'গ্রুপের মধ্যে সংঘর্ষে একজন ছাত্রী
ত এবং লাঞ্ছিত হয়েছে। এদিকে ছাত্রলীগের মূলধারার বিরুদ্ধে ছাত্রী নির্যাতনের অভিযোগ করে সী
ম নামে একজন দলীয় নেত্রী সংবাদ সম্মেলন করে অভিযোগও উত্থাপন করেছেন। এমনকি এই সংঘ
াদিকরাও রেহাই পাননি। এর মাত্র কয়েকদিন আগে ছাত্রদলের দু'গ্রুপের মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সং
ছে। সেখানেও একইভাবে রড, লাঠিসোঁটা নিয়ে এক গ্রুপ চড়াও হয় আরেক গ্রুপের ওপর।

ব যেন ঠিক আগের মতোই শুরু হয়ে গেছে। অতীতে বিভিন্ন সামরিক এবং নির্বাচিত সরকারগুলে
লেও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ প্রায় সব সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ও বড় বড় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্রদের মধ্যে
নর রক্তাক্ত সংঘর্ষ, হত্যা, খুনোখুনি দেখেছি। আমাদের প্রশ্ন হলো, দেশে তো এখন কোন দলীয় সর
সামরিক সরকার নেই। এখন রাজনৈতিক তৎপরতাও বন্ধ জরুরি অবস্থার কারণে। তাহলে ক্যাম্প
ার সংঘর্ষ, হানাহানি, রক্তাক্ত কেন? এসব কোন অশুভ পরিণতির ইঙ্গিত।

্যাম্পাসে এ সংঘাত ও সংঘর্ষগুলোকেও আমরা অনভিপ্রেত ও অনাকাঙ্ক্ষিত বলে মনে করি। আমরা
নের পরিস্থিতিকে একেবারেই সমর্থন করতে পারি না। সেসঙ্গে আমরা এও মনে করি, যে দল কি
পরই হোক না কেন, প্রকৃত অপরাধীকে বিশ্ববিদ্যালয়-ও রাষ্ট্রীয় আইনের অধীনে শাস্তি প্রদান করা দরক
শর প্রধান প্রধান উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এই যে নতুন করে দ্বন্দ্ব-সংঘাত হচ্ছে সেটাও কেন হচ্ছে তা খতি
া খুবই দরকার। ঢাকা মেডিকেল, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, জাহাঙ্গীরন
বিদ্যালয় এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এক মাসের ব্যবধানে যে সন্ত্রাসী ঘটনাগুলো ঘটে গেল সেটা প্র
ছে যে, উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে সংঘাত ও সংঘর্ষের বিস্তৃতি ঘটতে শুরু করেছে। এসব সংঘা
নে চাঁদাবাজি ও হল দখলসহ সংগঠনগুলোর মূল দলের মদদ এবং সরকারি-বেসরকারি প্রশ্রয় অতী
া করেছে। এখনও কি সেই একই কারণসমূহ কাজ করছে। এগুলো কি ছাত্র সংগঠনগুলোর অভ্যন্ত
রাধের জের না মূল রাজনৈতিক দলের বিরোধের জের? না কোন বিশেষ মহল বিশেষ উদ্দেশ্যে ওই
র্ষে ইন্ধন জোগাচ্ছে?

র্তমানে একটি অরাজনৈতিক তত্ত্বাবধায়ক সরকার রাষ্ট্র চালাচ্ছে। অরাজনৈতিক ও নির্দলীয় হওয়ার কা
কারি বলয় থেকে ছাত্রদের মধ্যকার সংঘাত-সংঘর্ষের কার্যক্রমকে প্রশ্রয় দেয়ার কথা নয়। তবুও সরকা
তরের মহলে ঘাপটি মেরে বসে থাকা কোন স্বার্থান্বেষী গ্রুপ এটার সঙ্গে যুক্ত কিনা সেটাও সরকারকে
য়ে দেখতে হবে। কারণ, সে রকমের কিছু হলে সেটা সরকারের ইমেজকেই নষ্ট করবে। অন্যদিকে যে
ন কিছু না হলে বর্তমানের এ সংঘাত-সংঘর্ষ কাদের মদদে ঘটছে সেটাও খুঁজে বের করা বিশ্ববিদ্যা
পক্ষসহ সরকারের দায়িত্ব বলে আমাদের মনে হয়।

আরও একটি কথা এ প্রসঙ্গে আমরা বলতে চাই সেটা হলো– ছাত্রলীগ ও ছাত্রদলকে এই পটভূমি
জদের অবস্থানকে পরিষ্কার করে তুলতে হবে। এখানে তাদের রয়েছে নৈতিক ও সংগঠন-সংশ্লিষ্ট দ
য়িত্ব। ছাত্র সংগঠনগুলোর সঙ্গে জড়িত দেশের রাজনৈতিক দলগুলোকেও আমরা বলব এ প্রসঙ্গে চিন্তাভ
তে। কারণ, এক্ষেত্রে দায়-দায়িত্বও তাদের পক্ষে এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। জিয়াউর রহমান প্রব
পআর অনুযায়ী ছাত্র সংগঠনগুলো এখনও রাজনৈতিক দলের অঙ্গসংগঠন হিসেবে কাজ করছে। যে কা
রাজনৈতিক দলের বিরোধ-সংঘাতের প্রতিফলন ছাত্র সংগঠনগুলোতেও ঘটে থাকে।

দেশে এখন জরুরি অবস্থা চলছে। চলছে একটি গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের জন্য আপ্রাণ প্রয়াস। এ পরিস্থিতি
ক্ষাঙ্গনে সংঘাত-সংঘর্ষ আমাদের প্রার্থিত নির্বাচনের কাজকে বিঘ্নিত করতে পারে। এটা আমাদের
্যাণকর হবে না। সুতরাং সবদিক বিবেচনা করে অতীতের সংঘাত-সংঘর্ষের পুনরাবৃত্তিকে রোধ কর
ই সংশ্লিষ্ট সবার দায়িত্ব। আমরা শিক্ষাঙ্গনে সংঘাত-সংঘর্ষকে গোড়াতেই কঠোর হাতে দমন
[illegible] সংশ্লিষ্ট সবার প্রতি আহ্বান জানাব।